Welcome to the Presentation ………………… on

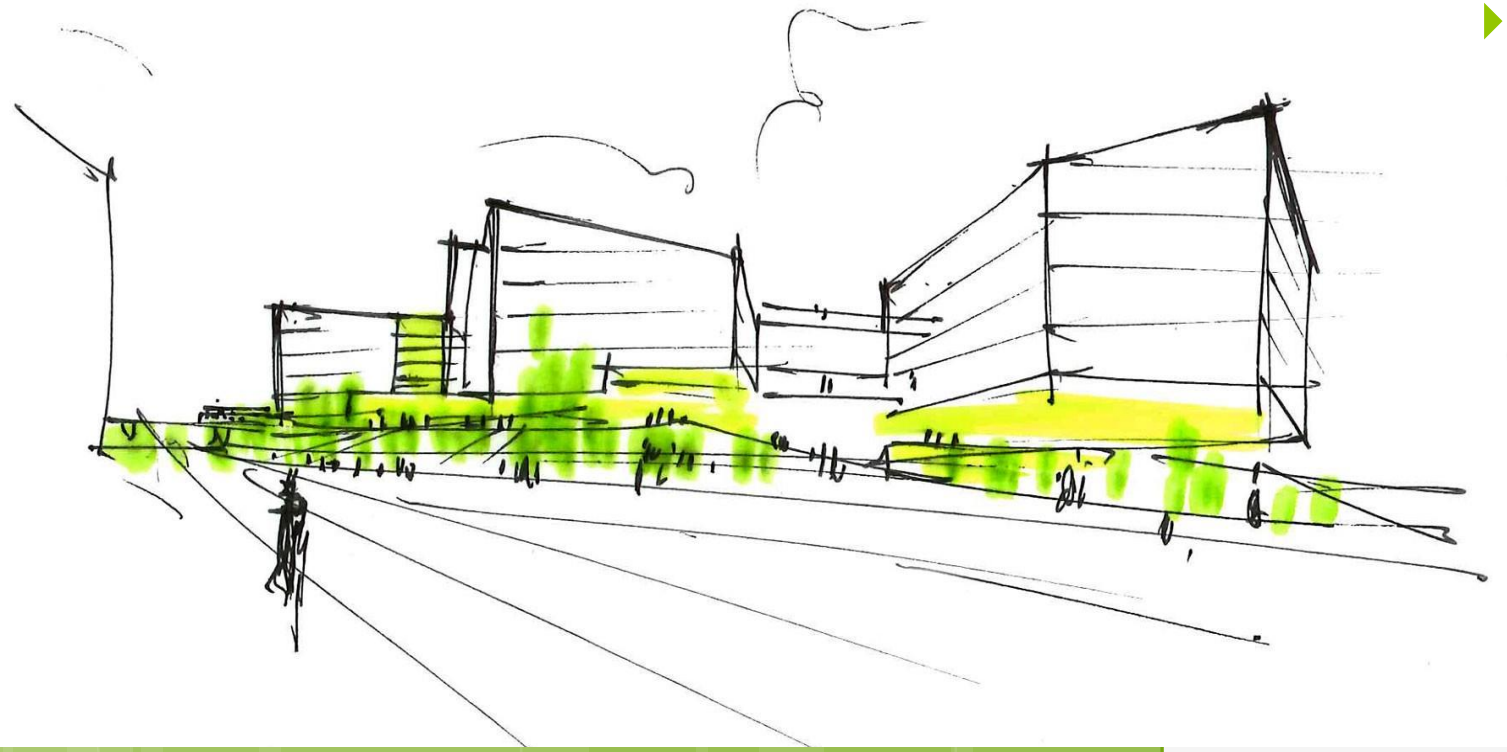

- Subject : Architectural Design -2
- Subject Code : 26131
- Semester : 3rd,
- Duration: 45 min.

RUMANA PARVEN
Instructor (Tech/Arch)
Architecture Technology
Feni Polytechnic Institute

Chapter 3 : The basic areas of residential building.

(আবাসিক ইমারতের মৌলিক এলাকাসমুহ)

আলোচনার বিষয়ঃ

- বাড়ির মৌলিক এলাকাসমুহের তালিকা ।
- বাড়ির মৌলিক এলাকাসমুহের বর্ণনা ।
- বাড়ির অভ্যর্থনা এলাকা সম্পর্কে ধারনা ।
- বাড়ির বিশ্রাম এলাকা সম্পর্কে ধারনা ।
- বাড়ির কাজকর্ম এলাকা সম্পর্কে ধারনা ।

বাড়ি কিঃ

বাড়ি হল এমন একটি ইমারত , যেখানে বসবাসকারী তার দৈনন্দিন যাবতীয় ক্রিয়াকর্মাদি সম্পাদনসহ নিরাপদে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারেন

বাড়ির মৌলিক এলাকাসমুহের তালিকাঃ

আবাসিক ইমারত বা বাড়ি হল এমন একটি ইমারত , যেখানে বসবাসকারী তার দৈনন্দিন যাবতীয় ক্রিয়াকর্মাদি সম্পাদনসহ নিরাপদে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারেন ।

উল্লেখিত যাবতীয় বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মগুলোর কাজের ধরন অনুসারে আবাসিক এর সম্পূর্ন স্থানকে **তিন** ভাগে ভাগ করা হয় । যথা-

(ক) বিশ্রাম এলাকা
(খ) অভ্যর্থনা এলাকা
(গ) কাজকর্ম এলাকা।

মৌলিক এলাকাসমূহের বর্ণনাঃ

নিম্নে প্রতিটি এলাকার বিস্তারিত বিবরন প্রদও হলোঃ
(ক) **বিশ্রাম এলাকাঃ** এ এলাকা হল সেই সমস্ত এলাকা , যেখানে একটি বাড়ীর নিম্মোক্ত কক্ষসমূহ থাকে।
শয়নকক্ষঃ যে কক্ষে বাড়ীর বসবাকারীগন রাত্রে এবং কাজের অবসরে ঘুমানোর কাজটি করেন । এই শয়নকক্ষ এক্তি বাড়ীতে একাধিক থাকতে পারে ।
উপাসনা কক্ষঃ যে কক্ষে পরবারের সদস্যরা নামাজ বা পূজা অর্চনার কাজ করে থাকেন ।
পাঠাগারঃ এ কক্ষটি পরিবারের সদস্যবৃন্দ অবসর সময়ে পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করেন। এখানে দেয়ালজুড়ে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়।
(খ) **অভ্যর্থনা এলাকাঃ** এ এলাকাটিতে একটি বাড়ীর নিম্নোক্ত কক্ষসমূহ বিদ্যমান ।
অভ্যর্থনা কক্ষঃ এ কক্ষটি অথিতি অভ্যর্থনা কাজে ব্যবহিত হয়। বাহির থেকে আগত অতিথিকে সরাসরি বাড়ীর অভ্যন্তরে নেয়া প্রথমেই সম্ভব নয় বিধায় এখানেই অতিথিকে আপ্যায়িত করা হয়। অভ্যর্থনা কক্ষ আবার দুই প্রকার।
যথাঃ ক/ **বদ্ধ অভ্যর্থনা কক্ষ ।**
খ/ **খোলা অভ্যর্থনা কক্ষ।**

খাবার কক্ষঃ এ কক্ষটি পরিবার বা বাড়ীর সকল সদস্যের খাদ্যগ্রহন কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । অনেক সময় কক্ষটি পরিসর আকারেও নির্ধারিত হয় । তখন ঐ পরিসরকে খাবার কক্ষ না বলে খাবার পরিসর বলা হয়ে থাকে।

চিত্তবিনোদন কক্ষঃ কাজের অবসরে কিছুটা সময় আমদ-প্রমোদের মধ্যে থাকার জন্য এই কক্ষ নির্মিত হয়। এখানে টেলিভিশন , সিদি প্লেয়ারসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে।

পারিবারিক কক্ষঃ এ কক্ষ পরিবারের সদস্যদের সম্মেলন কক্ষ হিসেবে পরিচিত।এ কক্ষে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার বিষয়াদি যেমন- জন্মদিন , নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলচনা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় ঘরোয়া গান বাজনার প্রোগ্রামটিও এ কক্ষে করা হয়ে থাকে।

পড়ার কক্ষঃ এ কক্ষটি পরিবারের সমস্ত সদস্য বিভিন্ন স্তরে পরাশোনা করছেন তাদের নিরিবিলি পরাশোনার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

কাজকর্ম এলাকাঃ বারীর বসবাসকারীদের শোয়াবসার পাশাপাশি খাওয়াদাওয়া, কাপড়চোপর ধয়া , শুকানো ইত্যাদি কাজ করার জন্য যে এলাকা ব্যবহার করা হয় তাই হল কাজকর্ম এলাকা।

এই এলাকায় যে সমস্ত কক্ষসমূহ বিদ্যমান তা হলঃ

রান্নাঘরঃ এ কক্ষটি পরিবারে সদস্য ও অতিথিদের জন্য রান্নাবান্নার ও খাওয়া দাওয়া কাজে ব্যবহৃত হয়।

উপযোগ কক্ষঃ এ কক্ষে পরিবারের সদস্যদের কাপড়চোপর ধোয়া , শুকানো , ইস্ত্রি করা সহ সংরক্ষন করার কাজ করা হয় । তাছাড়া এ কক্ষটি পাম্প রুম ,মেশিন রুম ইত্যাদি কাজে কিংবা স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ্যারেজ বা কারপোর্টঃ এটি একটি বাড়ীর ব্যবহৃত গাড়ি রাখার ব্যবস্থার জন্য করা হয়ে থাকে । গাড়ি রাখা ছাড়াও এ কক্ষটিও স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাড়ীর অভ্যর্থনা এলাকা সম্পর্কে ধারনাঃ

অভ্যর্থনা এলাকাটি হল ঐ এলাকা বা অংশ যে অংশে বৈঠকখানা , খাবারঘর, পারিবারিক কক্ষ , পড়ারঘর ইত্যাদি থাকে। এখানে অতিথি আপ্যায়ন , আমদ- প্রমদ, গান শোনা অন্যান্য বিনোদন মূলক কাজও সম্পন্ন হয়ে থাকে। অভ্যর্থনা এলাকা এর যে সমস্ত কক্ষসমূহের উল্লেখ করা হল তা প্রায় সময়ই আলাদাভাবে থাকে, কিন্তু কখনো কখনো সল্প পরিসর প্রাপ্তির কারনে যে উল্লেখিত কক্ষসমূহকে আলাদা না করে একত্রেও রাখা হয়, শুধুমাত্র কক্ষসমূহের পৃথক পৃথক প্রয়োজন পূরন করে নেয়া হয়।
যখন অভ্যর্থনা এলাকা এর মধ্যে দেয়াল বা বিভিন্ন মাধ্যমের যেকোন ধরনের পার্টিশন দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ নির্মান করা হয় , তখন ঐ পরিকল্পনাকে **বদ্ধ প্ল্যান** বলে।
আর অভ্যর্থনা এলাকা এর সম্পূর্ন অংশটি একই আঙ্গিনার মধ্যে রেখে, মাঝে কোন ধরনের দেয়াল বা পার্টিশন দিয়ে ব্যবহার না করে অভ্যর্থনা এলাকা এর সমস্ত কক্ষের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরন করার ব্যবস্থা করা হয়,তখন ঐ ধরনের পরিকল্পনাকে **খোলা প্ল্যান** বলে।
এ ধরনের কক্ষের আকার সাধারনত ৩.৬ মিটার X ৫.৪ মিটার , ৪.৮ মিটার X ৬.০ মিটার , ৬.০ মিটার X ৭.৮ মিটার বা এর কাছাকাছি হলে ভাল হয়।

খাবার কক্ষঃ খাবার কক্ষটি বাড়ীর লোকজন এবং বাড়ীতে আগত অতিথিদের খাদ্য পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বৈঠকখানা এবং খাবার ঘর পাশাপাশি রাখার চেষ্টা করা হয় । যাতে সহজে বৈঠকখানার মেহমানের খাবার কক্ষে আনা সম্ভব হয়। অনেক সময় স্থান সল্পতার কারনে বৈঠকখানার ও খাবার ঘর একত্রে রেখেও পরিকল্পনা করা হয়, এক্ষেত্রে শুধু উভয় অংশের মাঝে ভারী পর্দা বা স্থানান্তরযোগ্য পার্টিশনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। খাবার ঘরটি বৈঠকখানার পাশাপাশি যেমন রাখা জরুরি তেমনি রান্নাঘরে ও কাছাকাছি থাকাও জরুরি।

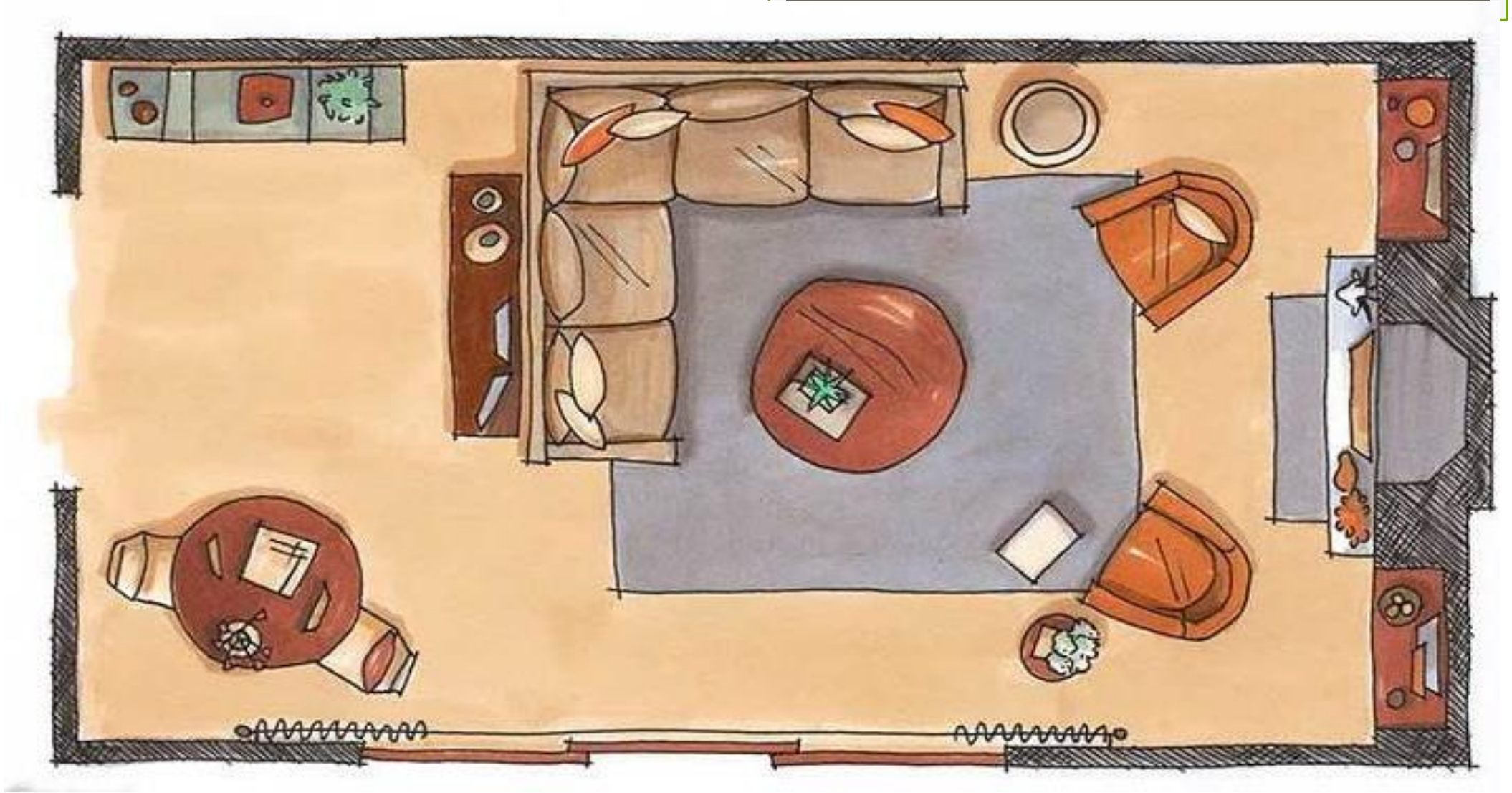

অভ্যর্থনা এলাকা

Open plan living area :

বাড়ির বিশ্রাম এলাকা সম্পর্কে ধারনাঃ

একটি বাড়ীর বিশ্রাম এলাকার মূল অংশই হলো শয়নকক্ষ । তাছাড়া এই এলাকায় যে সমস্ত কক্ষ থাকে তা হল উপাসনা কক্ষ , পাঠাগার ইত্যাদি। কোলাহলমুক্ত পরিবেশে এ ধরনের কক্ষসমূহের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

শয়নকক্ষঃ জীবিকার সন্ধানে মানুষ সারাদিন কলকারখানায়, অফিস- আদালতে , মাঠে ময়দানে অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্যাস্ত থাকেন। সারাদিনের পর এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন মানুষের শরীর ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসে, মানুষ তখন চায় একটু বিশ্রাম নিতে ,ঘুমাতে। এই বিশ্রাম বা ঘুমানোর জন্য তার তখন প্রয়োজন হয়ে পরে একটা নিরিবিলি কলাহলমুক্ত পরিবেশ। ঠিক এ ধরনের পরিবেশ সমৃদ্ধ কক্ষই হল একটি বাড়ীর শয়নকক্ষ।

শয়নকক্ষের কাজ, অবস্থান, সংখ্যা এবং সাজসজ্জাঃ শয়নকক্ষের মূল কাজই হল কক্ষে নিরিবিলি ঘুমানর সুবিধা। তাছাড়া যেহেতু একটি মানুষ এই কক্ষে ব্যাক্তিগত গোপনীয়তার মধ্যে সারাদিনরাত্রের একতৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত করে, তাই এখানে ঘুমানো ছাড়াও তার ব্যাক্তিগত কিছু কাজের সুবিধা পেতে চায়। যেমন পড়ালেখা করা, সেলাই-ফোড়ার কাজ করা, টিভি দেখা, কাজের অবসরে বিশ্রাম নেয়া ইত্যাদি। শয়নকক্ষের সংখ্যা আবাসিক বাড়ীতে বসবাসকারীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রায় প্রতিটি ইমারতেই একটি প্রধান শয়নকক্ষ থাকে, যাকে মাস্টার বেড নামে অভিহিত করা হয়। তার পাশাপাশি বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের জন্য সাধারন বেড, শিশুদের জন্য চাইল্ড বেড, অতিথিদের জন্য guest bed এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

শয়নকক্ষের আদর্শ পরিমাপঃ শয়নকক্ষসমূহ বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।এগুলোর জন্যও একটি standerd পরিমাপ অনুসৃত হয়। পরিমাপ সমূহ নিম্নে দেওয়া হলঃ

(ক) প্রধান শয়নকক্ষ- 4.50 মিটার X 3.90 মিটার।
(খ) সাধারন শয়নকক্ষ- 4.20 মিটার X 3.60 মিটার।
(গ) শিশুর শয়নকক্ষ- 3.90 মিটার X 2.70 মিটার।
(ঘ) অতিথি শয়নকক্ষ- 3.30 মিটার X 3.90 মিটার।

শয়নকক্ষ ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়ঃ

১। শয়নকক্ষের অবস্থান নির্ধারিত হবে ব্যবহারকারির মানসিকতা ইচ্ছা ও রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে।
২। সর্বাধিক কোলাহল মুক্ত, আলো-বাতাসের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৩। শয়নকক্ষের দরজা শুধু মাত্র একটি থাকবে।
৪। শয়নকক্ষ সংলগ্ন বাথরুম থাকতে হবে।
৫। শয়নকক্ষের আকার এমন হবে যেন আসবাবপত্র সাজানর পর হাটা-চলার জন্য পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকে।
৬। সঠিক আলো-বাতাস প্রাপ্তির জন্য শয়নকক্ষ সাধারনত দক্ষিনমূখী হয়।
৭। শয়নকক্ষে দরজা ও জানালার অবস্থান এমন হতে হবে যেন গোপনীয়তা বা একান্ততা বজায় থাকে।

বাড়ির কাজকর্ম এলাকা সম্পর্কে ধারনাঃ
একটি বাড়িতে কাজকর্ম এলাকা হিসেবে একটি এলাকা বিদ্যমান, যেখানে **রান্নাঘর**, **উপযোগ কক্ষ**, **সিড়িঘর**, উপস্থিত। এলাকার একটি কক্ষ বিশেষ।
রান্নাঘর এর কাজ এবং অবস্থানঃ রান্নাঘর একটি আবাসিক ইমারতের গুরুত্বপূর্ন সহযোগী কক্ষ। এটিকে বাড়ির প্রান হি করা যায়। রান্নাঘরের আকার আকৃতি পরিবারের সদস্যদের চাহিদা , রুচি, এবং ইমারতের আয়তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হয়ে থাকে। বর্তমানে ব্যবহারিক দিক দিয়ে দু'ধরনের রান্নাঘর তৈরি করা হয়ে থাকে। যার একটি সিটিং টাইপ অপরটি স্ট্যান্ড
রান্নাঘরের কার্যকারিতাঃ রান্নাঘরের প্রাধান কাজই হল খাদ্য তৈরি করা। একটা আবাসিক ইমারত মানেই অন্যান্য কক্ষের থাকবেই। এই কক্ষে নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পাদন করা হয়ে থাকে।
(ক) খাদ্য তৈরিকরণ।
(খ) খাদ্য সংরক্ষন ।
(গ) খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতকরণ ।
(ঘ) খাদ্য সরবরাহ ।
(ঙ) খাদ্য গ্রহণ।
তাছাড়াও রান্নাঘরে রান্নার আনুষঙ্গিক কিছু কাজ সমাপ্ত করা হয়ে থাকে। যেমন-
(ক) হাড়িপাতিল,থালা-বাটি,ধোয়ামোছার কাজ।
(খ) অন্যান্য রান্নার উপকরণ সংরক্ষন ।

রান্নাঘর এর অবস্থানঃ এটি Service Area এর প্রবেশ মুখেই হওয়া উচিত, এতে কার্যসম্পাদনে সুবিধা হয়। রান্নাঘর ইমারতের বাহির দেয়াল সংলগ্ন হতে হয়, কেননা এখানে পরিত্যাজ্য কিছু সামগ্রীর উদ্ভব হয় যা বাহিরে সহজে ফেলার সুবিধা থাকতে হয়। আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু বছরের বেশির ভাগ সময় মৌসুমি বায়ু যা পূর্ব-দক্ষিন কোণ থেকে প্রবাহিত হয়, তাই যততুকু সম্ভব রান্নাঘরের অবস্থান ইমারতের উত্তর-পূর্ব , উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিকে নির্ধারন করতে হয়।

রান্নাঘরের বিবেচ্যবিষয়ঃ রান্নাঘরের নকশা প্রনয়নের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

(ক) রান্নাঘর অবশ্যই খাবার ঘরের কাছাকাছি থাকতে হবে।

(খ) অনেকে রান্নাঘরেই খাবার জায়গা রাখা পছন্দ করেন, তাই এ বিষয়ে বসবাসকারীর মতামত নিতে হবে।

(গ) রান্নাঘরের মূল উপকরণসমূহ এমনভাবে স্থাপন করতে হবেভ যাতে ব্যবহারকারী অতিসহজে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

(ঘ) Sink বাহিরের দেয়াল এর জানালার নিকটবর্তী রাখা ভাল। এতে ব্যবহারকারী ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

(ঙ) রান্নাঘরের বাহিরের দিকে একটি ছোট বারান্দা থাকা প্রকল্প ।

(চ) রান্নাঘরের Preparation Tab শেলফ নূন্যতম ৬০০ মিমি চওড়া হওয়া উচিত। টেবিলের উচ্চতা ৮২৫ মিমি থেকে৮৭৫ মিমি হলেই চলে । তবে চুলা বসানোর স্থানের শেলফ এর উচ্চতা তা থেকে ১২৫ মিমি থেকে ১৭৫ মিমি কম হওয়া উচিত।

(ছ) রান্নাঘরের জানালার সিল মেঝে থেকে ১০৫০ মিমি উচ্চতায় রাখা ভাল, যাতে সিল্ক বা চুলা বসাতে কোন অসুবিধা না হয়।

What is included in the SERVICE AREA?

....

؟؟؟؟؟؟؟

Thank you

Welcome to the Presentation ..... on

- Subject : Architectural Design -2
- Subject Code : 26131
- Semester : 3rd,
- Duration: 45 min.

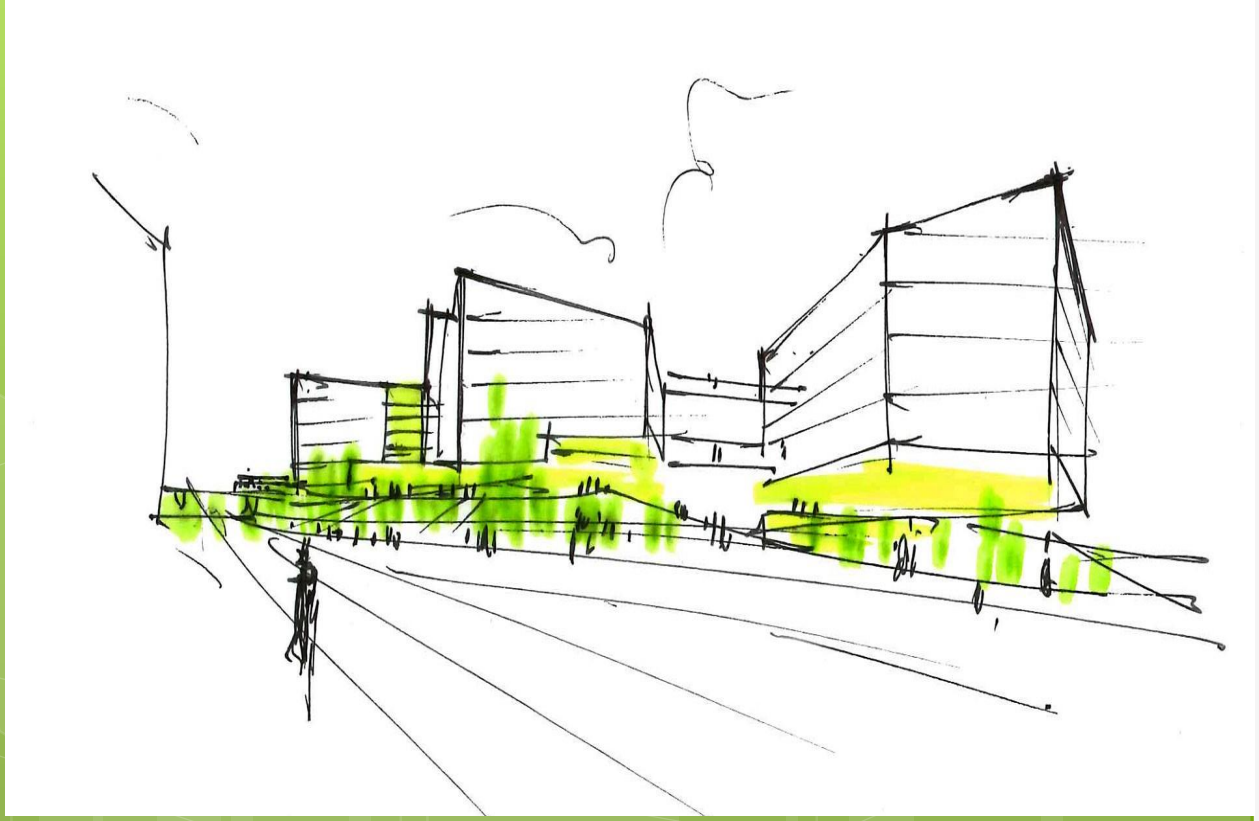

RUMANA PARVEN
Instructor (Tech/Arch)
Architecture Technology
Feni Polytechnic Institute

Chapter 4 : Room arrangement of a House.
(একটি বাড়ির কক্ষ বিন্যাস)

আলোচনার বিষয়ঃ

- বাড়ি কী ?
- একটি বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের অবস্থান।
- একটি বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের কাজ।
- একটি বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের সম্পর্ক।
- একটি বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের আকার নির্ধারনের নিয়ামক সমুহ।
- একটি বাড়ির বিভিন্ন স্থাপত্যিক পরিভাষা।

বাড়ি (House):

মানুষ নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দে বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরী করে থাকে । একটি বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন কাজ অনুযায়ী বাড়ি কে সজ্জিত করা হয়ে থাকে। তাই ব্যবহার ও ক্ষেত্র অনুযায়ী বাড়ির কক্ষগুলো বিন্যাস করা হয়।

একটি বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের অবস্থানঃ

একটি বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। ব্যবহারকারীদের রুচি,চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ির পরিসর কে পরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করা হয় । নিম্নে বিভিন্ন কক্ষের নাম দেয়া হলঃ-

-শয়ন কক্ষ

-বৈঠক খানা

-খাবার কক্ষ

-রান্না ঘর

-টয়লেট

-স্টোর ইত্যাদি।

বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ বিন্যাসের বিবেচ্য বিষয়সমুহঃ

বাড়িতে বসবাসকারীদের সুবিধার্থে কক্ষের অবস্থান বিন্যাস করতে হয়ঃ-

১/ ইমারতের প্রবেশ মুখটি সম্মুখে হবে।
২/ বৈঠক খানার অবস্থান প্রবেশমুখের সাথেই হবে।
৩/ শয়ন কক্ষটি কোলাহল মুক্ত স্থানে হবে ।
৪/ শয়ন কক্ষের অবস্থান দক্ষিনমুখি হলে ভাল হয় ।
৫/ ইমারতে যদি গেস্ট রুম থাকে তবে তা বৈঠক খানার কাছাকাছি হওয়া উচিৎ।
৬/ রান্না ঘরের অবস্থান ইমারতের পিছনের দিকে হওয়া উচিৎ ।

একটি বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের কাজঃ

বিভিন্ন কক্ষের সমন্বয়ে একটি বাড়ি তৈরী হয়। বিভিন্ন কক্ষের উদ্দেশ্য ও কাজ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । নিম্নে বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের কাজ সমুহ বর্ননা করা হলঃ

শয়ন কক্ষঃ একটি বাড়িতে বসবাসকারীর সংখ্যা অনুপাতে শয়নকক্ষের সংখ্যাও নির্ণিত হয়। তাই প্রায়শই একটি বাড়িতে একাধিক শয়নকক্ষ সন্নিবেশিত থাকে।

প্রধান শয়ন কক্ষঃ এটি গৃহকর্তার বা বাড়ির প্রধানের ঘুমানোর তথা থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি তার ব্যাক্তিগত যাবতীয় আসবাবপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ এ কক্ষে থাকে।

সাধারন শয়ন কক্ষঃ এটি বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের থাকা ও ঘুমানোর ঘর। একটি বাড়িতে এ ধরনের কক্ষ একাধিক থাকতে পারে। এ শয়নকক্ষকে শিশু শয়নকক্ষ বলা হয়।

অতিথি শয়ন কক্ষঃ মোটামোটি সচ্ছল পরিবারে পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের কক্ষ ছাড়াও অতিরিক্ত একটি বিশেষ শয়নকক্ষ রাখা হয়ে থাকে। এ শয়নকক্ষকে অতিথি কক্ষ বলে।

বৈঠক খানাঃ এ কক্ষ অতিথি সম্ভাষণ, আপ্যায়ন কাজে ব্যবহৃত হয়। বহিরাগত ব্যক্তি, অতিথি বা আগন্তুক, যাদেরকে সরাসরি গৃহ অভ্যন্তরে নেয়া সম্ভব নয় এমন ব্যক্তিবর্গকে সর্বপ্রথম এ কক্ষে আপ্যায়িত করা হয়।

খাবার কক্ষঃ এ কক্ষটি পরিবারের সদস্যদের ও অভ্যাগতদের প্রাত্যহিক খাবারদাবার এর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ space টিকে dining space নামে অভিহিত করা হয়।

রান্না ঘরঃ এটি রান্না করার কাজে ব্যবহৃত কক্ষ। পরিবারের সদস্যদের যাবতীয় খাদ্য প্রস্তুত এ কক্ষেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর জন্য কক্ষটি dining room বা dining space সংলগ্ন অবস্থায় তৈরি করা হয়।

টয়লেটঃ প্রাত্যহিক রেচনক্রিয়া বা শৌচকর্ম সম্পাদন, হাতমুখ ধোয়া, গোসল করা, ইত্যাদি কাজের জন্যই এ টইলেট ব্যবহৃত করা হয়। যদিও এ ধরনের টইলেট সাধারন ভাষায় বাথরুম নামে পরিচিত। একটি বাড়িতে একাধিক টইলেট থাকে। প্রধান শয়নকক্ষ এবং অতিথি শয়নকক্ষের টইলেটটি কক্ষ সংলগ্ন অবস্থায় নির্মান করা হয়।

একটি বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের সম্পর্কঃ

বিভিন্ন কক্ষের সমন্বয়ে একটি বাড়ি তৈরী হয়। নিম্নে বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক বর্ননা করা হলঃ

- প্রবেশ মুখের
- বৈঠক খানার
- খাবার
- বৈঠক খানার সাথে
- প্রধান শয়ন কক্ষের
- অন্নান্য
- রান্নাঘরের কর্মকান্ড
- খাবার ঘরে
- প্রতিটি কাজেরই

বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের আকার নির্ধারনের নিয়ামক সমুহঃ

বিভিন্ন কক্ষের সমন্বয়ে একটি বাড়ি তৈরী হয়। নিম্নে বাড়ির বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক বর্ননা করা হলঃ

প্লটের আকারঃ প্লটটি যদি বড় আকারের হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই ঐ প্লটের জন্য পরিকল্পিত নকশায় কক্ষসমূহের আকারও বড় হবে । প্লটের আকার যদি ছোট হয় তবে কক্ষসমূহের আকারও ছোট হবে।

গৃহকর্তা ও বাড়ির সকলের চাহিদাঃ স্থপতি নকশা প্রণয়নের পূর্বেই জেনে নিতে চান গৃহকর্তা ও বাড়ির সদস্যদের চাহিদাসমুহ। বিশেষ করে বাড়িতে কয়টি কক্ষের প্রয়োজন তা প্রথমেই জেনে নিতে হয় এবং সেই অনযায়ী কক্ষ বিন্যাস ঘটানো হয়ে থাকে।

গৃহকর্তার আর্থিক অবস্থাঃ গৃহকর্তার কিংবা তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ একটি প্লটে বড় আকারের চারকক্ষ বিশিষ্ট বাড়ি নির্মান করতে চান, যার নির্মাণ ব্যয় বেশ বেশি, অথচ গ্রিহকর্তার বা পরিবারের সে সামর্থ্য নাই। সেক্ষেত্রে কক্ষের আকার কমিয়ে সাশ্রয়ের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

ভাড়া পাওয়ার সম্ভাবনাঃ গৃহকর্তা একটি বাড়ি নির্মান করলেন নিজে বসবাসের উদ্দ্যেশ্যে । পাশাপাশি কিছু সাশ্রয় ঘটানোর আশায় , বিনিময়ের আশায় কিংবা পরিবারের একাকিত্ব লাঘবের আশায় তার বাড়িটি একাধিক তলা বিশিষ্ট দালানে রুপান্তর করার ইচ্ছা হল। এক্ষেত্রে ভাড়ার বিষয়টি চিন্তায় আসে।

আবাসিকে ব্যবহৃত বিভিন্ন কক্ষের পরিমাপ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

শয়ন কক্ষঃ (ক) মাস্টার বেড 3600X4200 মিমি
(খ) সাধারন বেড 3300X4200 মিমি
(গ) অতিথি বেড 3000X3600 মিমি

খাবার কক্ষঃ (ক) সাধারন খাবার ঘর- 3600x3600 মিমি
(খ) বৈঠকখানাসহ খাবারঘর- 3600X6000 মিমি
(গ) রান্নাঘরসহ খাবার ঘর – 3300X4200 মিমি

চিত্তবিনোদন কক্ষঃ (ক) সাধারন বৈঠকখানা- 3600x4800 মিমি
(খ) পারিবারিক বৈঠকখানা- 3300x4200 মিমি
(গ) খেলাধুলার কক্ষ- 3600X5250 মিমি
(ঘ) সংগীত কক্ষ- 3300X3900 মিমি
(ঙ) পড়ার ঘর- 3000X3600 মিমি
(চ) শরীর চর্চা কক্ষ- 3600X5400 মিমি

রান্না ঘরঃ (ক) সাধারন রান্নাঘর – 2100X3000 মিমি
(খ) ভাড়ার ঘর – 1500X1800 মিমি
(গ) পেন্ট্রি রুম- 1500X2100 মিমি

টয়লেটঃ (ক) সাধারন টইলেট – 1500X2100 মিমি
1200X2400 মিমি
1500X1800 মিমি
(খ) ড্রেস কাম টইলেট –1800X3600 মিমি
1500X3750 মিমি
1350X3900 মিমি
(গ) শুধুমাত্র লেট্রি - 1200X1200 মিমি
1500X1500 মিমি
(ঘ) শুধুমাত্র গোসলখানা- 1200X1500 মিমি
1500X1650 মিমি

বাড়ির বিভিন্ন স্থাপত্যিক পরিভাষাঃ

নিম্নে বাড়ির বিভিন্ন স্থাপত্যিক পরিভাষা সম্পর্কে বর্ননা করা হলঃ

- Q/A time ....

???????

Welcome to the Presentation ..... on

- Subject : Architectural Design -2
- Subject Code : 26131
- Semester : 3rd,
- **Duration:** 45 min.

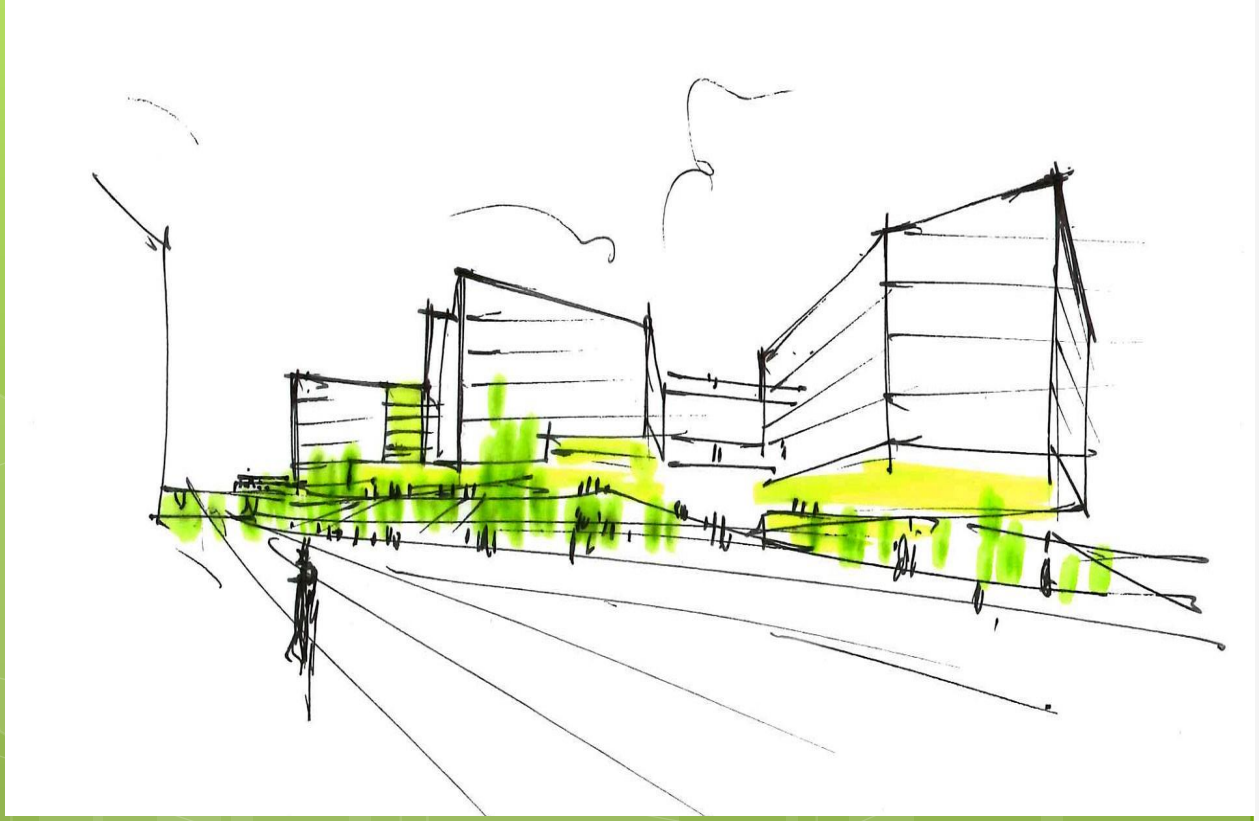

RUMANA PARVEN
Instructor (Tech/Arch)
Architecture Technology
Feni Polytechnic Institute

Welcome to the Presentation ..... on

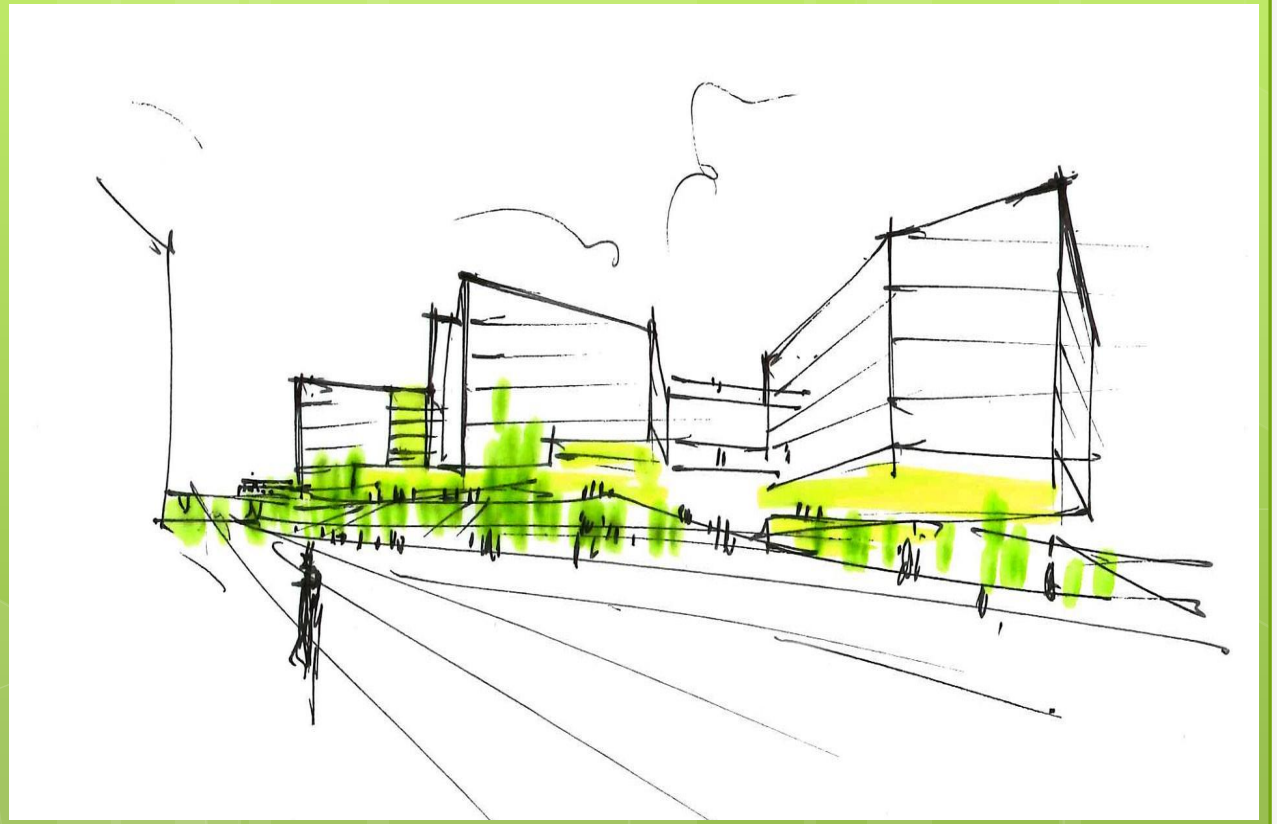

- Subject : Architectural Design -2
- Subject Code : 26131
- Semester : 3rd,
- Duration: 45 min.

RUMANA PARVEN
Instructor (Tech/Arch)
Architecture Technology
Feni Polytechnic Institute

Chapter 3 : The basic areas of residential building.
(আবাসিক ইমারতের মৌলিক এলাকাসমুহ)

আলোচনার বিষয়ঃ

- বাড়ির কাজকর্ম এলাকা (উপযোগ কক্ষ)
- বাড়ির কাজকর্ম এলাকা সম্পর্কে ধারনা (সিড়ি)
- বাড়ির টয়লেট সম্পর্কে ধারনা ।
- বাড়ির বাবল ডায়াগ্রাম ।
- বাড়ির ট্রাফিক প্যাটার্ন ।

বাড়ির কাজকর্ম এলাকা (উপযোগ কক্ষ)ঃ

উপযোগ কক্ষঃ একটি বাড়িতে বসবাসকারীদের সুবিধার্থে রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া , ঘুমান ও বিশ্রাম নেয়া ছাড়াও আরও কিছু কাজ করতে হয়, যেমন- কাপড় ধোয়া, কাপড়টি শুকানো, ইস্ত্রি করা, প্রয়জনে সেলাই করা ইত্যাদি। উল্লিখিত এ সমস্ত কাজ করার জন্য একটি ইমারতে যে আলাদা কক্ষ নির্ধারন করা হয় তাকেই উপযোগ কক্ষ বলা হয়।

উপযোগ কক্ষের কাজঃ বাড়ির আনুষঙ্গিক কাজসমূহ করার জন্যই উপযোগ কক্ষের সংযোজন, তাই কাজসমূহ উপযোগ কক্ষে নিয়মতান্ত্রিক ও সুচারুরুপে সম্পন্ন করা যায়। সে সমস্ত উপযোগ কক্ষে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে , ফলে উপযোগ কক্ষের কাজসমূহ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রসামগ্রির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ার, আধুনিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হিটার ইত্যাদি।

উপযোগ কক্ষের অবস্থানঃ বাড়ির সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ন অংশে এই উপযোগ কক্ষের অবস্থান নির্ধারণ করতে হয়। সাধারনত রান্নাঘর সংলগ্ন অবস্থানেই এটি নির্মিত হয়। কারন রান্নাঘরে যেমন ধরনের কাজকর্মের সুবিধা (যেমন- পানি, গ্যাস, বিদ্যুত এর সংযোগ) প্রয়োজন তেমনি উপযোগ কক্ষেরও প্রয়োজন। উপযোগ কক্ষের ধরন হবে উপযগ কক্ষটি কী কী কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে তার উপর।

বাড়ির কাজকর্ম এলাকা সম্পর্কে ধারনা (সিড়ি):

একাধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতের এক তলা থেকে অন্য তলা পর্যন্ত যাতায়াতের প্রয়োজনে কতগুলো ধাপ কে একত্রিত করে যে চলাচল বিষয়ক পথ বা কাঠামো তৈরি করা হয় তাকে সিঁড়ি বলে। সিঁড়ি নির্মানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়াবলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

(ক) সিঁড়ির অবস্থান এমন জায়গায় নির্ধারণ করা উচিত যাতে করে দালান ব্যবহারকাররীরা অতিসহজে দালানের বিভিন্ন কক্ষে যাতায়েত করতে পারেন।

(খ) যথাসম্ভব সিঁড়ি দালানের প্রবেশমূখেই স্থাপন করা উচিত, তবে অধিক বসবাসকারীর ক্ষেত্রে সিঁড়ি ইমারতের মধ্যবর্তী হওয়া উচিত।

(গ) সিঁড়ির প্রস্থ আবাসিকে নূন্যতম ১.০০ মিটার, পাবলিক ইমারতে নূন্যতম ১.৫ মিটার হওয়া উচিত।

(ঘ) সিঁড়ির ধাপ সমূহের প্রস্থ ও উচ্চতার মাপ এমন হওয়া উচিত যেন সকল বয়সের জন্য সহজে উঠা-নামা করা ও আরামপ্রদ হয়।

(ঙ) সিঁড়ির অবস্থান ইমারতের বাহির দেয়াল সংলগ্ন হতে হবে যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পাওয়া যায়।

(চ) সিঁড়িতে কোন ধরনের পিচ্ছিল নির্মাণসামগ্রি ব্যবহার করা যাবে না যাতে কোন ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। গাঠনিক ভিন্নতার কারনে সিঁড়ি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তবে আমাদের দেশের নির্মান কাজে বহুল ব্যবহৃত সিঁড়ি হল-

(ক) **ডগ-লেগড** সিঁড়ি।

(খ) **কোয়াটার টার্ন** সিঁড়ি।

(গ) **থ্রি কোয়াটার টার্ন** সিঁড়ি।

(ঘ) **ওপেন নিওয়েল** সিঁড়ি ইত্যাদি।

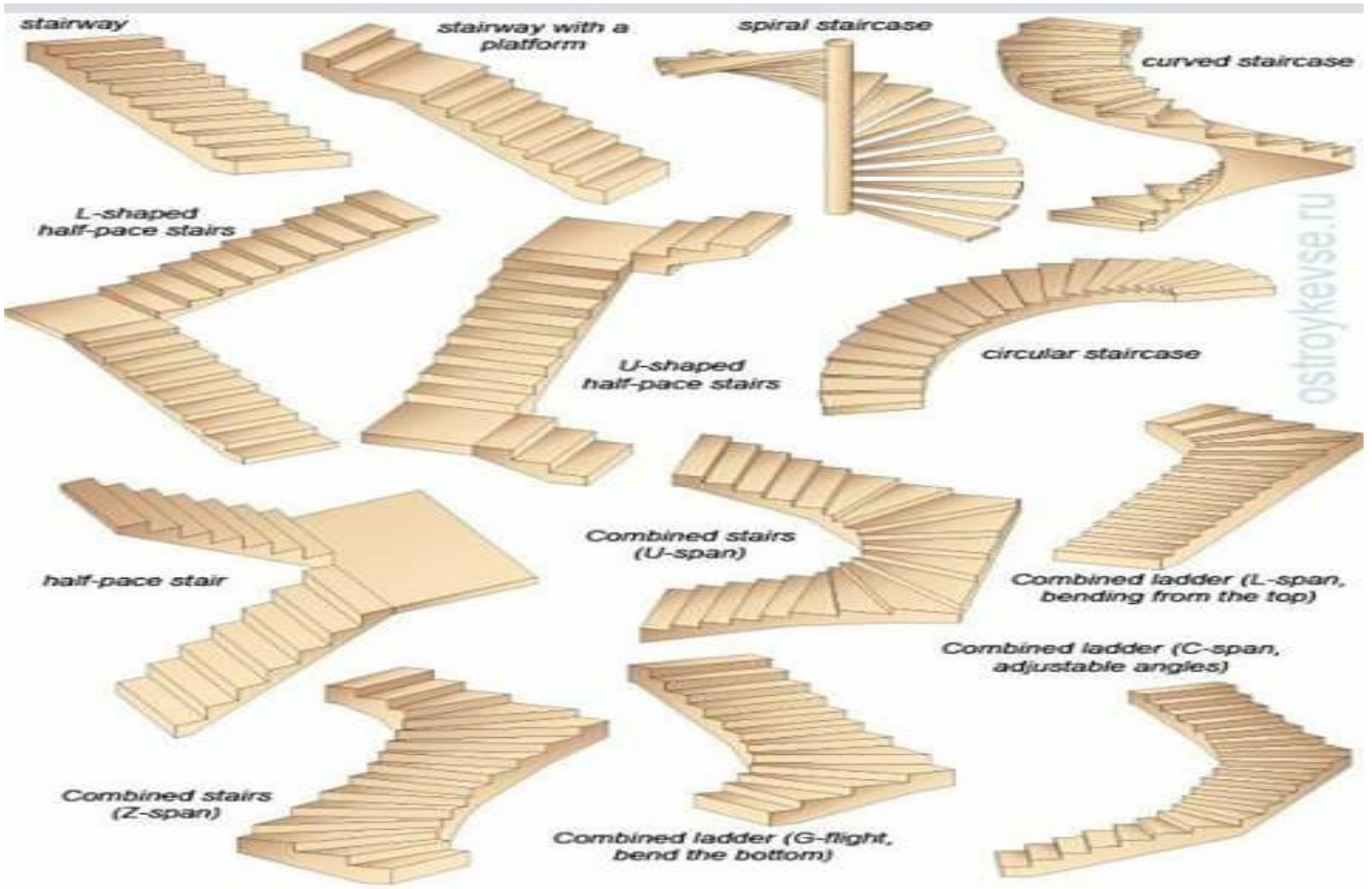
stairway
stairway with a platform
spiral staircase
curved staircase
L-shaped half-pace stairs
U-shaped half-pace stairs
circular staircase
half-pace stair
Combined stairs (U-span)
Combined ladder (L-span, bending from the top)
Combined ladder (C-span, adjustable angles)
Combined stairs (Z-span)
Combined ladder (G-flight, bend the bottom)
ostroykevse.ru

বাড়ির টয়লেট সম্পর্কে ধারনা:

আবাসিকের প্রাত্যহিক রেচনক্রিয়া বা শৌচকর্ম সম্পাদন, হাতমুখ ধোয়া, গোসল করা ইত্যাদি কাজের জন্যই আবাসিক ইমারতে এ টয়লেট ব্যবহৃত হয়। টয়লেট সাধারন ভাষায় বাথরুম নামে পরিচিত। হাতমুখ ধোয়ার জন্য বেসিন এবং পা ধোয়ার জন্য বিডিথ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি আবাসিক বাড়িতে একাধিক টয়লেট থাকে। প্রধান শয়নকক্ষ এবং অতিথি কক্ষের টয়লেটটি কক্ষ সংলগ্ন অবস্থায় নির্মান করা হয়। আবাসিক বাড়ির টয়লেটের অবস্থান নির্নয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সংযোগ এর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে যেন সল্প ব্যয়ে এবং কম পরিশ্রমে বিভিন্ন সংযোগসমূহ দেয়া সম্ভব হয়। আমাদের দেশে ওয়াটার ক্লোসেট এবং প্যান পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে হয় না। ধর্মীয় কারনে এর অবস্থান উত্তর-দক্ষিন মুখী করা হয়।

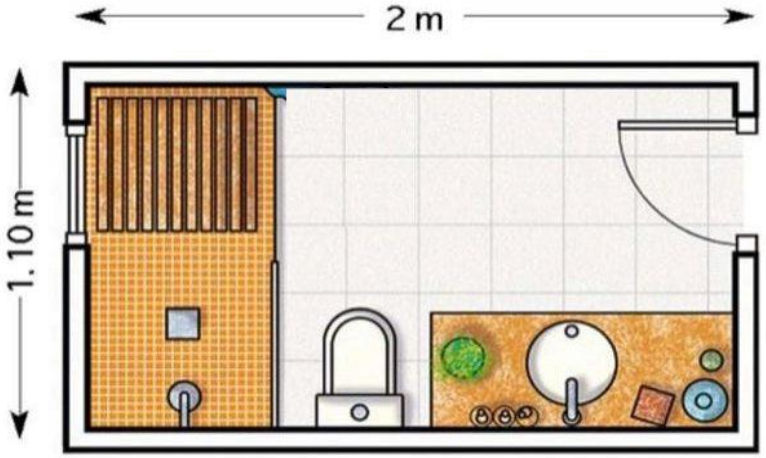

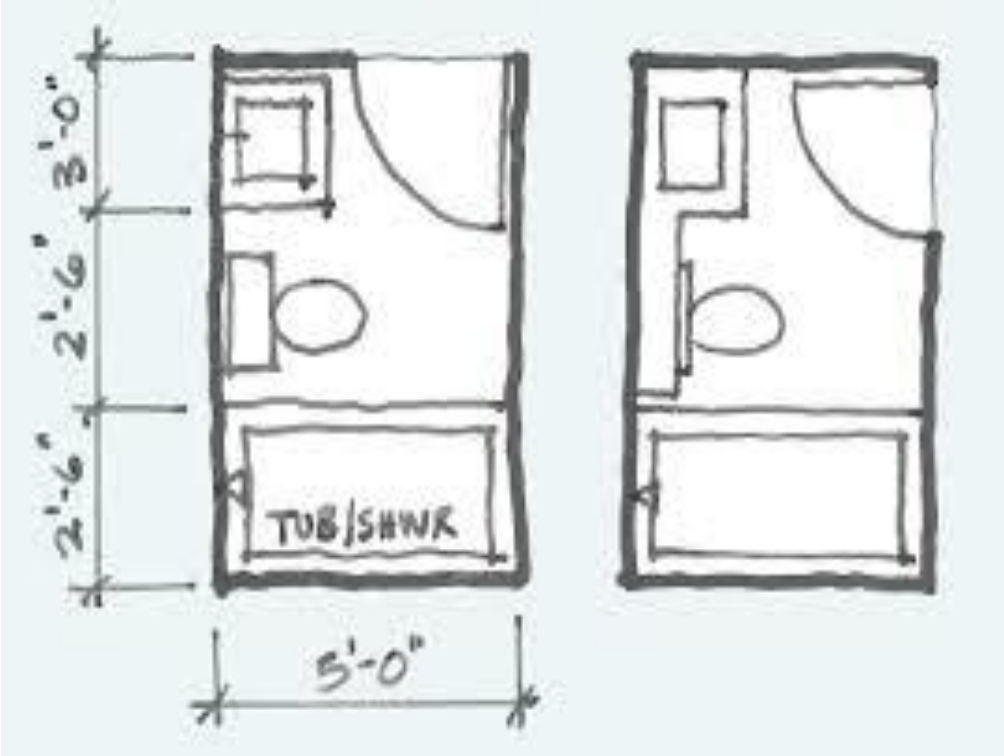

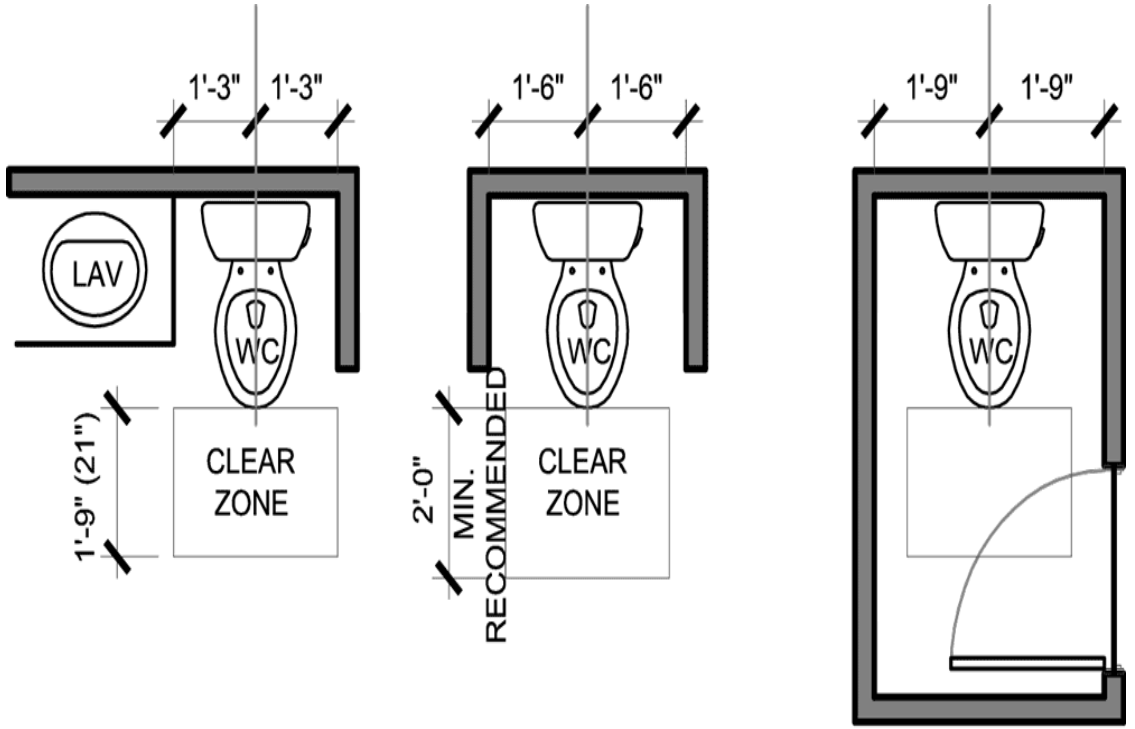

MINIMUM WIDTH REQUIRED BY THE IRC 2006

RECOMMENDED WIDTH

WIDER WIDTHS PREFERRED FOR WATER CLOSET

বাড়ির বাবল ডায়াগ্রামঃ

তিনটি মৌলিক এলাকার সমন্বয়ে আবাসিক বাড়ির পরিকল্পনা হয়ে থাকে। মৌলিক এলাকা তিনটি হল- বিশ্রাম বা ঘুমানোর এলাকা, অভ্যর্থনা এলাকা, কাজকর্ম বা কার্যসম্পাদন এলাকা। পরিকল্পনার শুরুতেই একজন স্থপতি আবাসিক বাড়ির মৌলিক এলাকা তিনটিকে নির্দিষ্ট করে নেন এবং এলাকা তিনটিকে একত্রে কয়েকটি বৃত্তের মধ্যে প্রকাশ করেন। এই বৃত্তসমূহকেই বাবল ডায়াগ্রাম বলে। পরিকল্পনা প্রস্তুতির শুরুতেই এ বাবল ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে প্লানটি সম্পর্কে মৌলিক ধারনা নেয়া হয়ে থাকে।

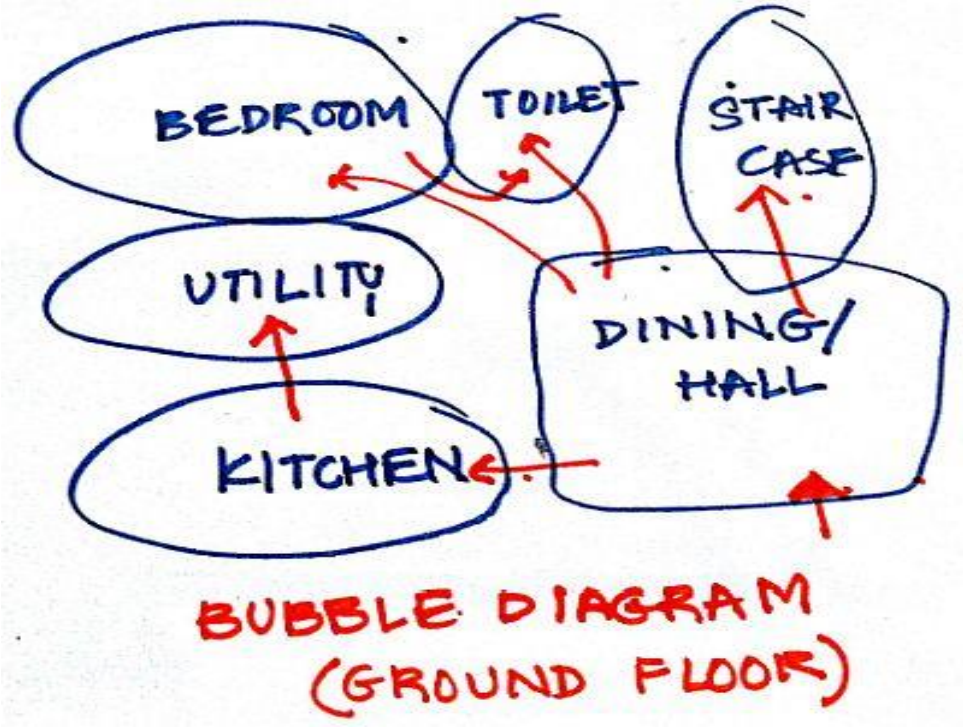

বাড়ির ট্রাফিক প্যাটার্ন:

কোন স্থানের যে অংশ সমূহের সাহায্য নিয়ে মানুষজন, যানবাহন চলাচল করে, তাকে ঐ স্থানের ট্রাফিক এরিয়া বলে এবং ঐ ট্রাফিক এরিয়া নির্ধারন সংক্রান্ত যে ধরন সমূহ প্রয়োগ করা হয়, তাকে ট্রাফিক প্যাটার্ন নামে অভিহিত করা হয়। এই ট্রাফিক প্যাটার্ন বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন এলাকা, বিভিন্ন কক্ষের জন্য বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। একটি কক্ষের ট্রাফিক প্যাটার্ন নির্ধারন করা হয় ঐ কক্ষের চাহিদা অনুযায়ী আসবাবপত্র যথাযথ সুসমন্বিতভাবে সন্নিবেশের মাধ্যমে। ইমারতের কক্ষের ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী তার আসবাব[অত্র নির্ধারন করা হয় এবং কক্ষের আকার অনুযায়ী ঐ সমস্ত আসবাবপত্র কক্ষের বিভিন্ন অংশে সংস্থাপন করা হয়। এই সমস্ত আসবাবপত্র সংস্থাপন এমন ভাবে করা হয় যাতে কক্ষে আসবাবপত্র থাকার কারনে চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে । একটি শয়নকক্ষের ট্রাফিক এরিয়া সাধারণত কক্ষের একপার্শ্বে দিয়ে নির্ধারন করা হয়। কিন্তু একটি বঠকখানার ট্রাফিক এরিয়া কক্ষের প্রায় মধ্য অংশে নির্ধারন করা হয়ে থাকে।

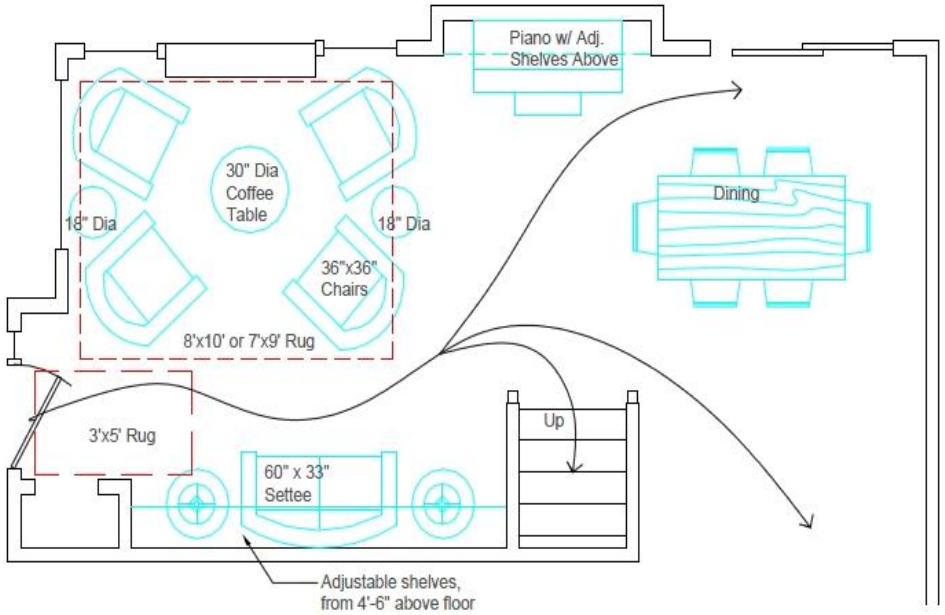

- Q/A time ....

???????

Thank you

Welcome to the Presentation ………………… on

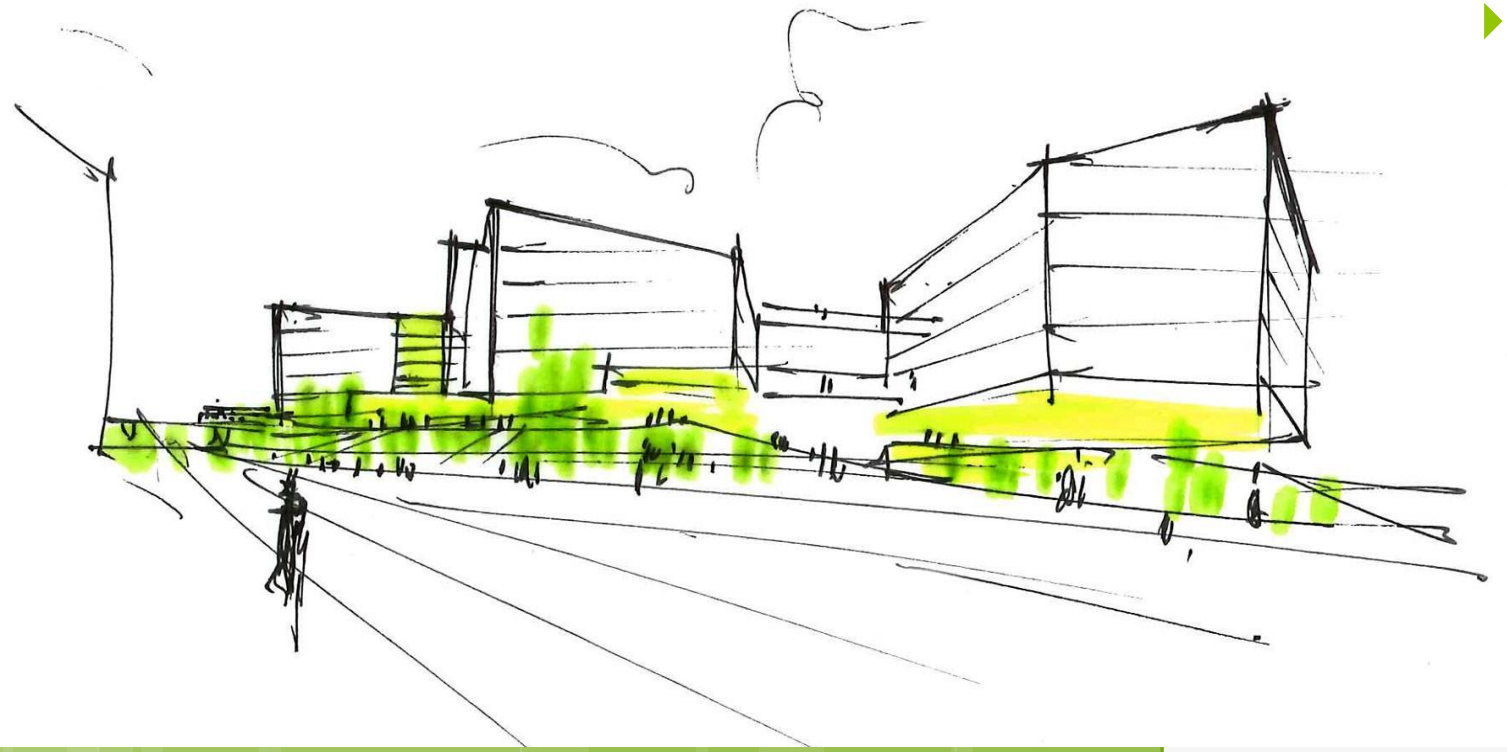

- Subject : Architectural Design -2
- Subject Code : 26131
- Semester : 3rd,
- **Duration:** 45 min.

RUMANA PARVEN
Instructor (Tech/Arch)
Architecture Technology
Feni Polytechnic Institute

- **Chapter 2 : The aspect of residential building planning.** (আবাসিক ইমারতের পরিকল্পনা)

আলোচনার বিষয়ঃ

- বাড়ির প্রয়োজনীয় বিষয়সমুহ।
- আবাসিক ভবনের বিভিন্ন অংশসমুহ।
- আবাসিক ভবনের বিভিন্ন অংশসমুহের অবস্থান ও কাজ।
- আবাসিক ভবনের বিভিন্ন অংশসমুহের পরিমাপ।

General requirements of a House: বাড়ির প্রয়োজনীয় বিষয়সমুহঃ

- বাড়ি হল এমন একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল যেখানে মানুষ নিরাপদে ও সাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে।
- বাড়ির প্রয়োজনীয় বিষয়সমুহের তালিকা –

-একটি আবাসিক বাড়িতে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয় তা হলঃ

-অতিথি আপ্পায়ন

-রান্না করা

-খাওয়া-দাওয়া

-পড়াশুনা

-উপাসনা

-প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন ইত্তাদি।

The different components used in Residential building(আবাসিক ভবনের বিভিন্ন অংশসমুহ):

- একটি ইমারত অসংখ্য অংশের সমন্নয়ে গঠিত। এ অশংখ্য অংশগুলোকে ইমারতের উপকরণ বলা হয় যা প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ
  ১/ভিত্তি ২/মুল কাঠামো

*__ভিত্তিঃ__ এ অংশটিকে Sub-structurও বলা হয়। * __মুল কাঠামোঃ__Super-structure

- -ফুটিং
- -বেস কংক্রিট
- -প্লিন্থ
- -ফ্লোরিং বা মেঝে
- -আদ্রতা নিরোধক স্তর/ডি,পি,সি।
- -ম্যাশনরি ইউনিট
- -ফ্লোর স্ট্রাকচার
- -রুফ স্ট্রাকচার
- ওপেনিং
- বিল্ডিং ফিনিশেস।
- ভারটিকাল ট্রান্সপোরটেশন স্ট্রাকচার

The di Res
ভবনের

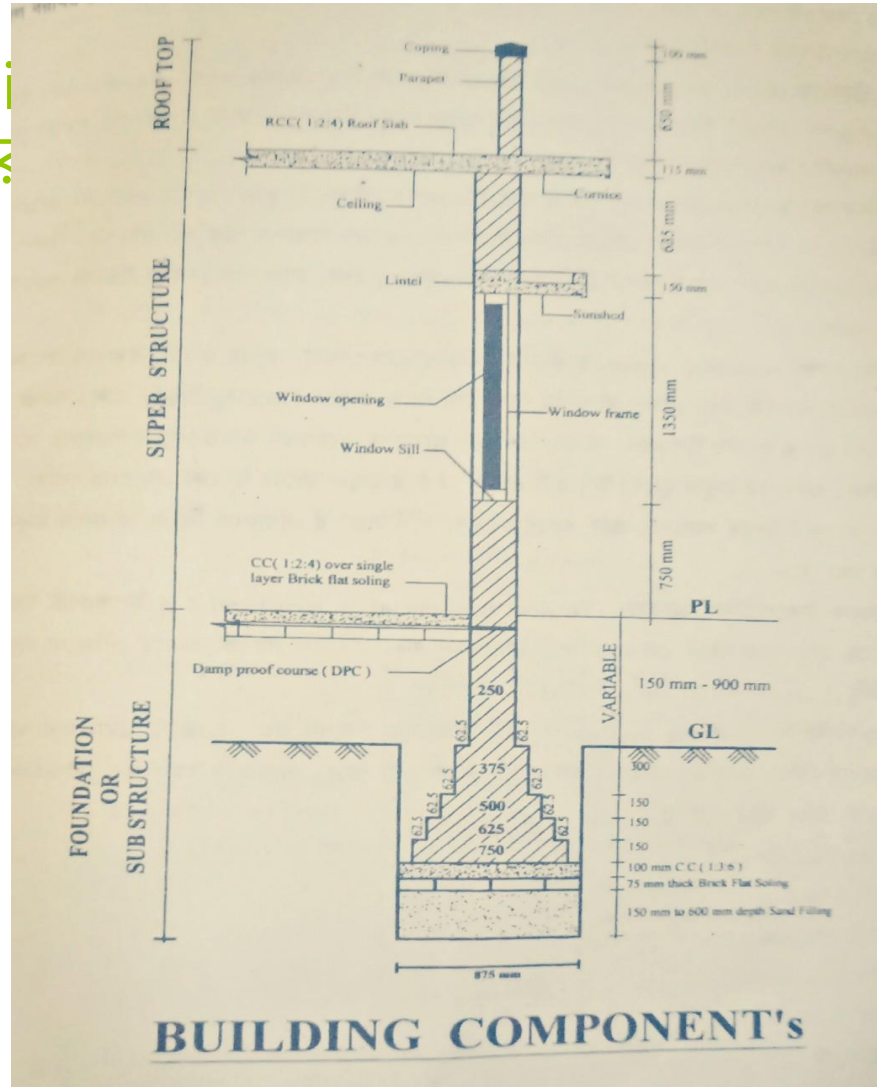

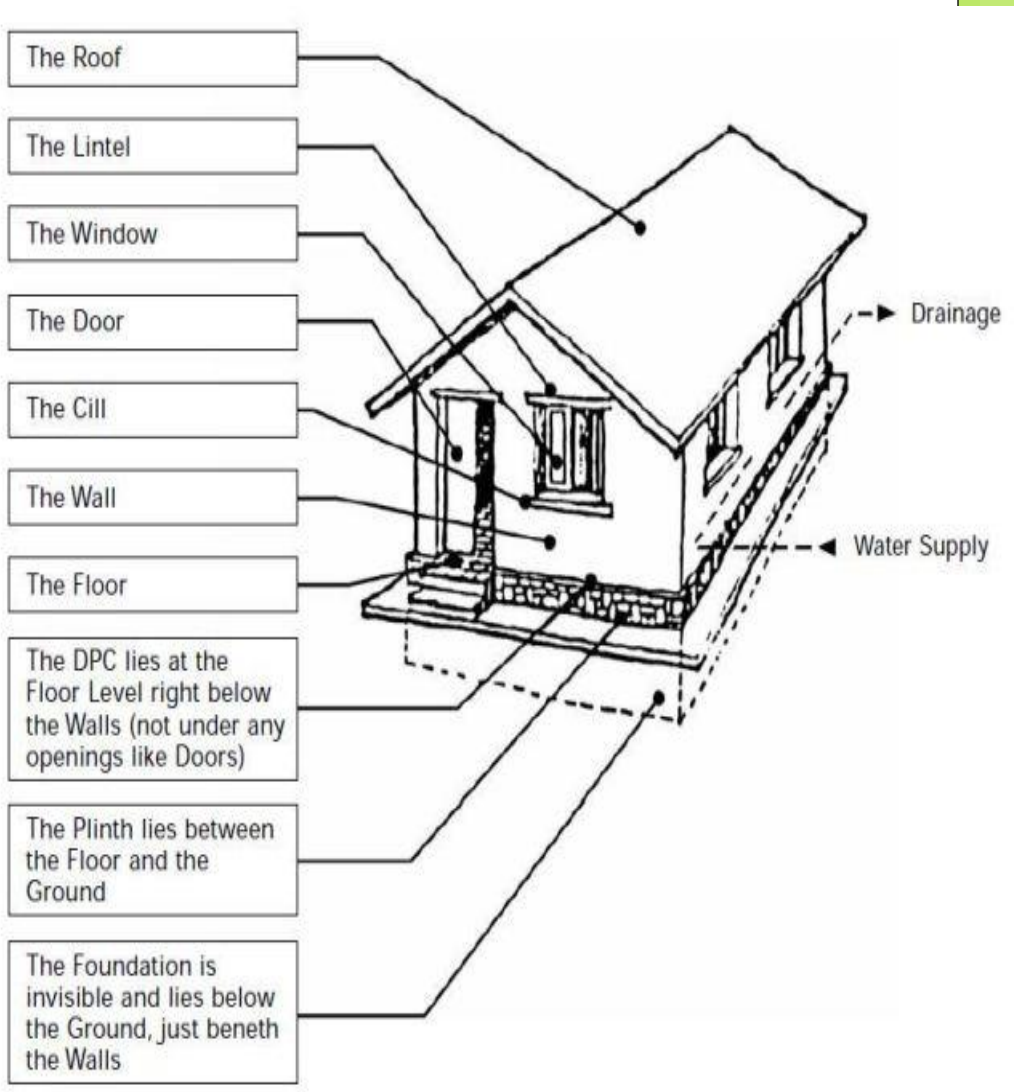

আবাসিক ভবনের বিভিন্ন অংশ/উপকরন সমুহের অবস্থান ও কাজঃ

- **ফুটিং** – এটি ভিত্তির প্রারম্ভিক উপকরন,যা ইমারতের সম্পূর্ণ ভার বহন করে।
- **বেস কংক্রিট-** এটি ফুটিং এর এক যৌথ অংশ।ভার বহনে কাজ করে।
- **প্লিন্থ** - ভুমি থেকে ইমারতটির মেঝে যে উচতায় হবে তা নির্দেশ করে।এটির কাজ ইমারতের তলদেশ চিনহিত করা।
- **ফ্লোরিং বা মেঝে** - এটি মেঝে নামে পরিচিত,যা বসবাসকারিরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকে।
- **আদ্রতা নিরোধক স্তর/ডি,পি,সি-** এ উপকরন টি প্লিন্থ লেভেলের উপর অবস্থান করে।এর কাজ ইমারতের দেওয়াল ও মেঝে কে স্যাতস্যাতে অবস্থা থেকে রক্ষা করা।

  সিমেন্ট,বালি,কুচি খোয়া ও আদ্রতা নিরোধক ক্যামিকেল সহযোগে এটি দেয়া হয়।

আবাসিক ভবনের বিভিন্ন অংশ/উপকরন সমুহের অবস্থান ও কাজঃ

- **ম্যাশনরি ইউনিট** –সুপার স্ট্রাকচার এর মুল অংশ,যা দেওয়াল নামে পরিচিত।কলাম ও দেওয়াল উভয়ি ম্যাশনরি ইউনিট ।
- **ফ্লোর স্ট্রাকচার-**এটি মেঝে গঠন বিষয়ক অংশ,যার কাজ ইমারতে ব্যবহার কারিদের বিচরন ও অবস্থান ইত্যাদি সম্পন্ন করা।
- **রুফ স্ট্রাকচার-**এটি ইমারতের আচ্ছাদন,এই ছাদ নিরাপত্তা ও প্রতিকুল পরিবেশ থেকে ইমারতে ব্যবহার কারিদের রক্ষা করে।
- **ওপেনিং**-একটি ইমারতে প্রবেশ করা,বাহির হওয়া,আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করার প্রোয়োজনে যে খোলা অংশসমুহ রাখা হয় তাই ওপেনিং।
- **ভারটিকাল ট্রান্সপোরটেশন স্ট্রাকচার-**যার সাহায্যে ভুমি থেকে মেঝে এবং এক তলা থেকে অন্য তলায় যাওয়া যায়। সিড়ি,লিফট,রেম্প ইত্যাদি।

- **বিল্ডিং ফিনিশেস**-এটি ইমারতের সর্বশেষ স্তর। এটি ইমারতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন অবয়ব কে প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করে এবং সৌন্দয্য বৃদ্ধি করে।

সৌন্দয্য বৃদ্ি্ধ্র এ স্তরগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিতঃ

১।প্লাস্টারিং

২।পয়েন্টিং

৩।পেইন্টিং

৪।পলিশিং

৫।চুনকাম

৬।ডিসটেম্পারিং

৭।কালার ওয়াশিং ইত্যাদি।

আবাসিক ভবনের বিভিন্ন অংশ/উপকরন সমুহের পরিমাপঃ

- **ফুটিং** – এটি বেশ কয়েকটি স্তরে হয়।বালি ভরাট ১৫০-৬০০ মি,লি,ইটের সলিং এর উপর সিমেন্ট কংক্রিট ঢালাই ১০০-২২৫ মি,লি হয়।প্রতিটি স্তরের প্রস্থ একি হয়ে থাকে।
- **বেস কংক্রিট-** এটি সাধারনত ইটের দেয়ালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।এর প্রস্থ ডিজাইন অনুযায়ি ৩৭৫-১৫০০মি,লি,উচ্চতা ১০০-২২৫ মি,লি হয়ে থাকে।
- **প্লিন্থ** - ভুমি থেকে ৩০০-৯০০ মি,লি উচ্চতায় হয়ে থাকে।ঐ অংশে দেয়ালের প্রস্থ ২৫০-৩৭৫ মি,লি হয়।
- **ফ্লোরিং বা মেঝে** - এটি বেশ কয়েকটি অংশে হয়।বালি ভরাট গভিরতা ১৫০-৭৫০ মি,লি,ইটের স্তর৭৫মি,লি এর উপর সিমেন্ট কংক্রিট ঢালাই ৭৫-১০০ মি,লি হয়। মস্রিন স্তর নেট সিমেন্ট ফিনিশিং ২-৩মি,লি হয়ে থাকে।
- **আদ্রতা নিরোধক স্তর/ডি,পি,সি-** এ উপকরন এর গভিরতা ৩১০-৭৫মি,লি হয়ে থাকে।এর প্রস্থ হয় দেয়ালের প্রস্থের সমান।

- **ম্যাশনরি ইউনিট** –ইমারতের এর বৃহত্তম ও প্রধান উপকরন।
  দেয়াল-উচ্চতা কমপক্ষে ২৭০০মি,মি,প্রস্থ ১২৫,২৫০-৩৭৫ মি,মি হয়।
  কলাম-উচ্চতা কমপক্ষে ২৭০০মি,মি,আকারে কমপক্ষে ২৫০*২৫০ মি,মি ।
  কংক্রিট দেয়াল- উচ্চতা ইমারতের উচ্চতার সমান,প্রস্থ কমপক্ষে ১২৫ মি,মি।
- **ফ্লোর স্ট্রাকচার**-এটি মেঝে যার উপর নেট সিমেন্ট ফিনিশিং ,মোজাইক ফিনিশিং,গ্লেইজড টালি ফিনিশিং দেয়া হয়।যার গভিরতা ২-৩৭ মি,মি পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- **রুফ স্ট্রাকচার**-এটি ইমারতের ছাদ।উপকরন হিসেবে রিইনফোরস সিমেন্ট কংক্রিট,টিন,টালি,এসবেস্টস ব্যবহার হয়। পাকা ছাদের পুরুত্ত ১০০-২০০মি,লি হয়ে থাকে।
- **ওপেনিং**-একটি ইমারতের মুক্ত কাঠামো যার মধ্যে দরজা,জানালা অন্যতম । দরজার পরিমাপ সাধারনত প্রস্থ * উচ্চতা ১০০০*২১০০মি,মি ও ৭৫০ * ২১০০ মি,লি হয়ে থাকে।জানালার পরিমাপ কমপক্ষে প্রস্থ * উচ্চতা ৭৫০*১৩৫০ মি,মি।
- **ভারটিকাল ট্রান্সপোরটেশন স্ট্রাকচার-** এটির মধ্যে ধাপ,সিড়ি,লিফট,রেম্প বিদ্যমান। সিড়ির ধাপের ট্রেড ও রাইজারের মাপ ২৫০মি,মি ও ১৫০মি,মি হয়ে থাকে।প্রস্থ কমপক্ষে ৯০০মি,মি।রেম্পের পরিমাপ নিরভর করে গ্যারাজের প্রশস্থতা অনুযায়ী।লিফটের পরিমাপ নিরভর করে ব্যবহারকারির সংখ্যা অনুযায়ী।যেমন-১০০০*১০০০*২১৫০ মি,মি ১০০০*১৫০০*২১৫০মি,মি ইত্যাদি।

ছাদ

দরজা-জানালা

সিড়ি

লিফট

রেম্প

- **বিল্ডিং ফিনিশেস-** এটির মধ্যে প্লাস্টারিং ও পয়েন্টিং অন্যতম। এছাড়াও পেইন্টিং,পলিশিং,চুনকাম,ডিস্টেম্পারিং ইত্যাদি ও ফিনিশিং এর উপাদান।দেয়ালের প্লাস্টারের পুরুত্ত সাধারনত ১২-১৯ মি,মি,ছাদের ৬-১২মি,মি হয়ে থাকে। পয়েন্টিং এর গভিরতা ৬-১২ মি,মি এর মধ্যে হয়ে থাকে।

- **বিল্ডিং ফিনিশিং এর উদ্দেশ্যঃ**
- Provide protective cover (প্রতিরোধী আস্তরক)
- Enhance aesthetic look (সৌন্দর্য বর্ধক)
- Redress defective performance (খুঁত নিরসন ক

BEFORE
AFTER

- Q/A time ....

???????

Thank you

Welcome to the Presentation ..... on

- Subject : Architectural Design -2
- Subject Code : 26131
- Semester : 3rd,
- **Duration:** 45 min.

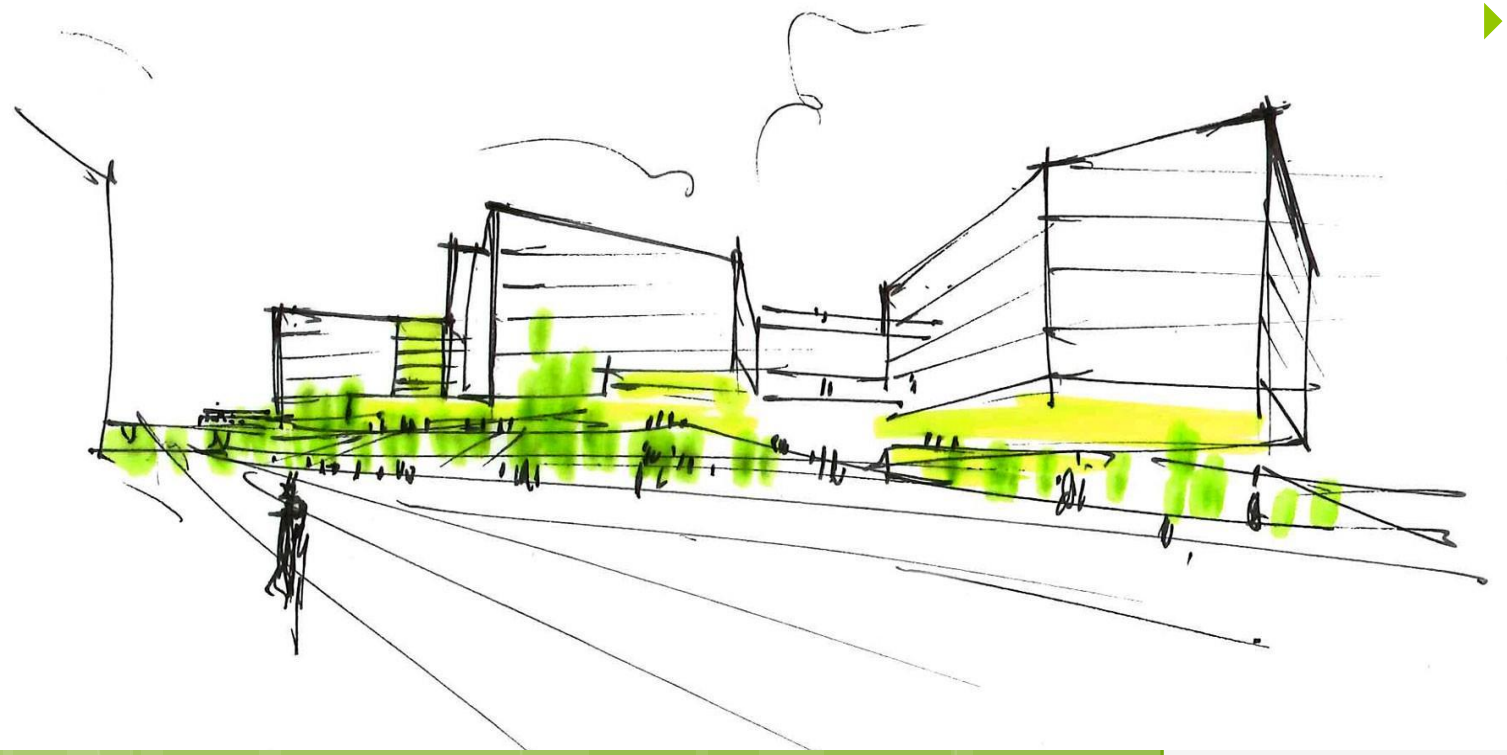

RUMANA PARVEN
Instructor (Tech/Arch)
Architecture Technology
Feni Polytechnic Institute

Chapter 1 : Fundamentals of Architectural Design

(স্থাপত্যিক নকশার মৌলিক ধারনা)

- আলোচনার বিষয়ঃ
  - স্থাপত্যিক নকশা ও প্রকারভেদ
  - স্থাপত্যিক নকশার নীতি সমূহ
  - স্থাপত্যিক নকশার উপাদানসমূহ
  - স্থাপত্যিক নকশার নীতি সমূহ এর ব্যাখ্যা
  - বাড়ি তৈরির পদ্ধতি।

Design / স্থাপত্যিক নকশা :

Fundamentals are as follows : (স্থাপত্যিক নকশার বিষয়সমূহ নিম্নরুপ)

- সুনির্দিষ্ট পরিমাপ ও প্রায়োগিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট নকশা কে স্থাপত্যিক নকশা বলা হয়। a plan or drawing produced to show the look and function or workings of a building, garment, or other object before it is made.

-Terms(পরিভাষা)

-Principles(নীতি)

-Elements(উপাদান)

-Styles.(ধরন/শৈলি)

Terms of Design: Formal & Informal

স্থাপত্যিক নকশা মুলত ২ প্রকারঃ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

আনুষ্ঠানিক ডিজাইনঃ নিয়ম নীতি মেনে যে সকল নকশা করা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক ডিজাইন / **গতানুগতিক নকশা** বলা হয়।

অনানুষ্ঠানিক ডিজাইনঃ কোনরকম নিয়ম নীতি না মেনে অনাড়ম্বরভাবে যে নকশা করা হয় তাকে অনানুষ্ঠানিক ডিজাইন/ **রীতিবহির্ভূত নকশা** বলা হয়।

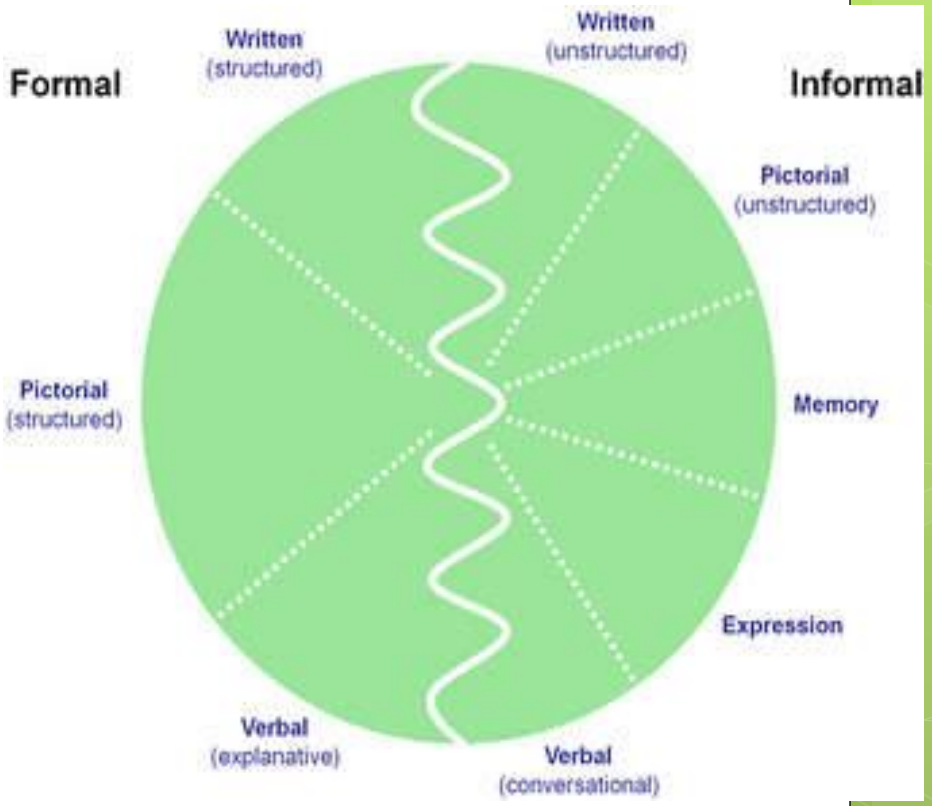

Main Principles of Design : (স্থাপত্যিক নকশা/ ডিজাইনের নীতিসমূহ)

- Unity (একতা)
- Rhythm/Hermony(ছন্দ)
- Balance(ভারসাম্য)
- Proportion(অনুপাত)
- Contrast(বৈপরীত্য)
- Repetition(পুনরাবৃত্তি)
- Alteration(নবরুপায়ন)
- Gradation(ক্রমবিন্যাস)
- Dominance.(প্রাধান্য)

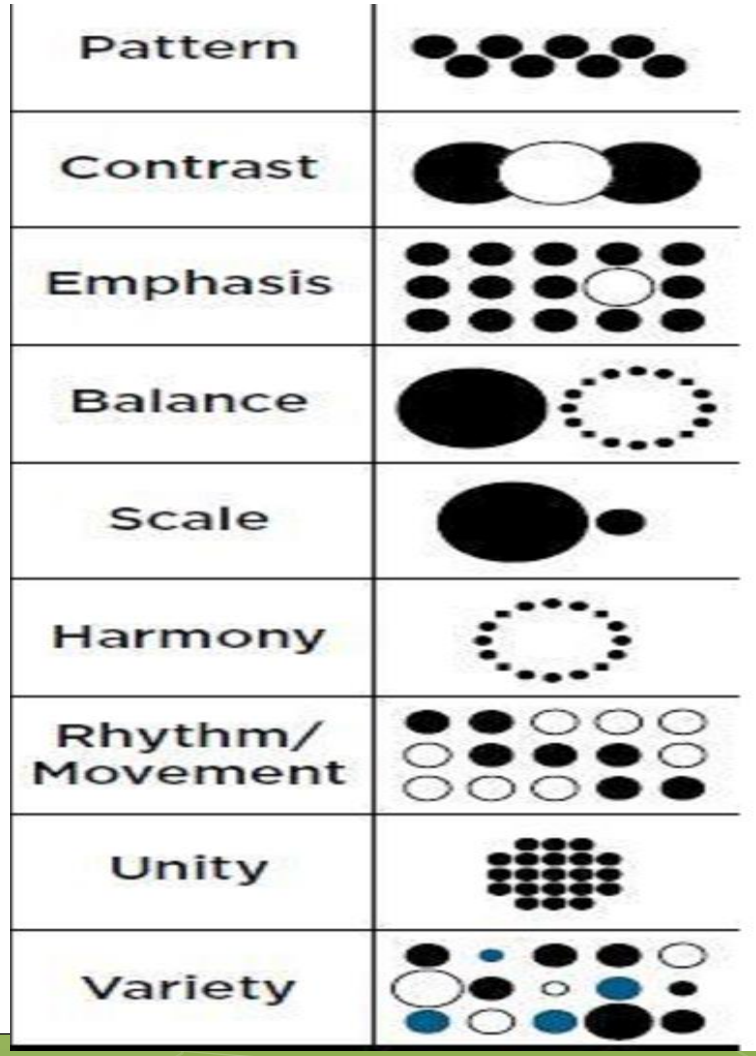

Elements of Design : (স্থাপত্যিক নক

- Line(রেখা)
- Form(গঠন)
- Size(আকার)
- Shape(আকৃতি)
- Texture(বুনট)-স্পর্শ নির্ভর ও দৃশ্য নির্ভর।
- Value (মান)
- Direction(দিক)
- Colour.(রঙ)

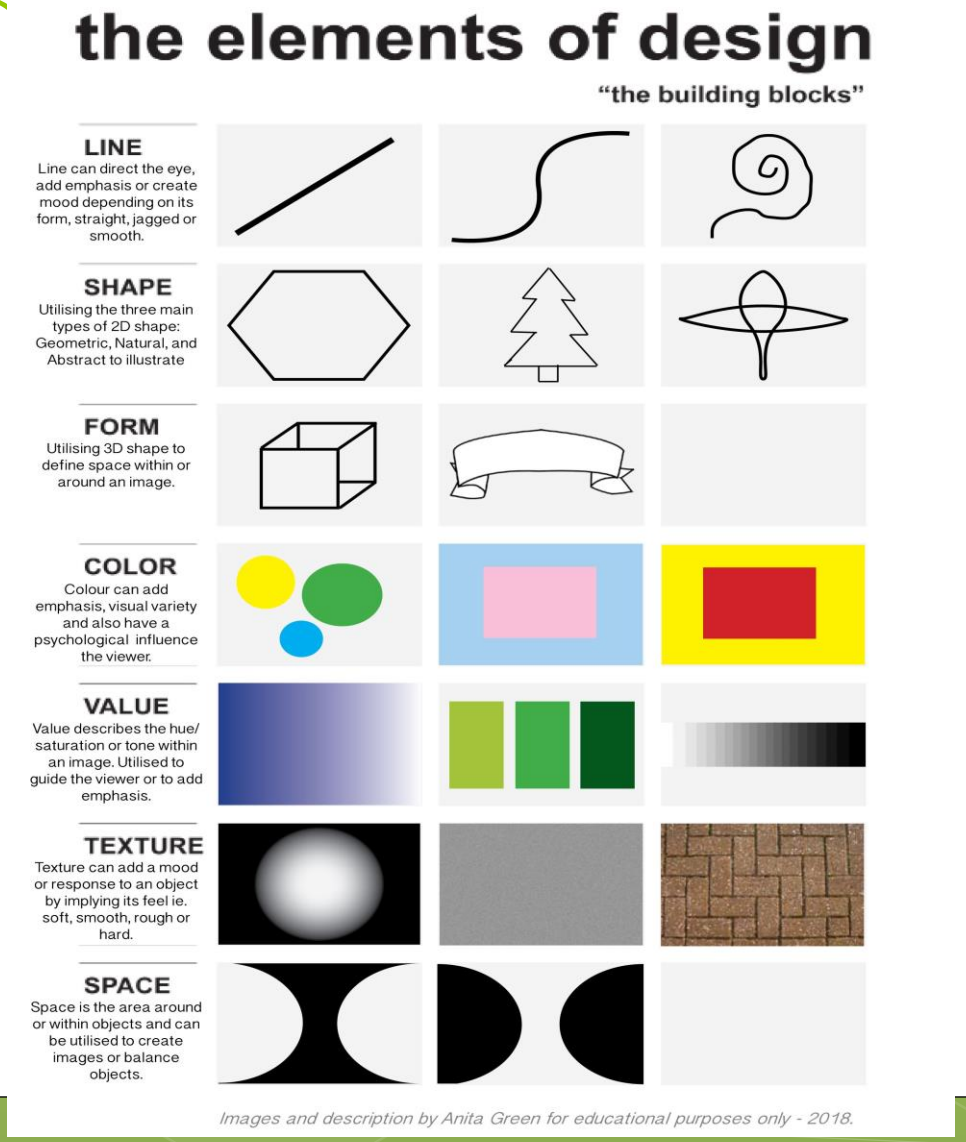

Style of House :–(বাড়ি তৈরির পদ্ধতিঃ)

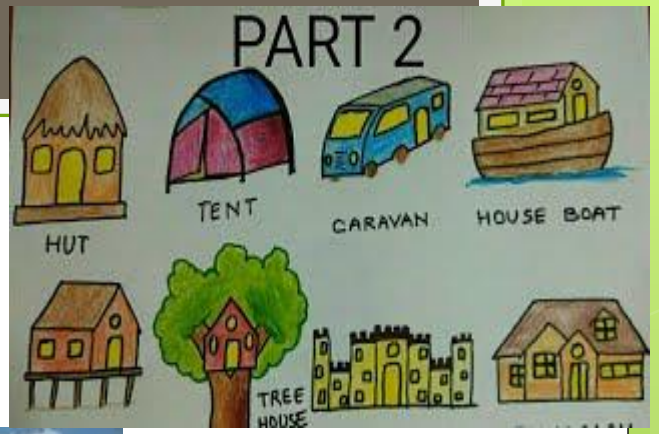

- ধরন অনুযায়ী বাড়ি প্রধানত ৩ প্রকার ঃ
- Temporary House(অস্থায়ী বাড়ি)
- Semi-permanent House(আধা স্থায়ী বাড়ি)
- Permanent House.(স্থায়ী বাড়ি)

- Q/A time ....

???????

Thank you